শেষ কাব্যের শূন্যতা

সৌমাদ্রী পাল

শেষ কাব্যের শূন্যতা

সৌমাদ্রী পাল

তারুণ্য
পাবলিকেশন্স

শেষ কাব্যের শূন্যতা

সৌমাদ্রী পাল

প্রথম প্রকাশ

অক্টোবর, ২০২০ইং

প্রকাশক

তারুণ্য পাবলিকেশন্স

প্রচ্ছদ

শেখ জুবাইর আহমদ

অক্ষর বিন্যাস

তারুণ্য কম্পিউটার্স

মুদ্রণ

তারুণ্য পাবলিকেশন্স কর্তৃক বাংলা ই-বুক (পিডিএফ) আকারে প্রকাশিত

ই-মেইলঃ tarunnopublications@gmail.com

ঠিকানাঃ কাটাবন, ঢাকা-১২০৫

মূল্যঃ ৫০ টাকা

Sesh Kabbor Sunnota by Soumadri Paul

Published by

Tarunno Publications

Address: Katabon, Dhaka- 1205

Price: 50 only

ISBN; Not applicable (Only PDF)

উৎসর্গ

আমার লেখা প্রথম বই উৎসর্গ করলাম সুমহান সৃষ্টিকর্তা
কে যার অশেষ কৃপায় এ জগতের সকলে আমারি মতন
তাদের স্বপ্ন পূরনের লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে পারছে।

লেখকের কথা

পরম করুনাময় সুমহান ঈশ্বরের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা যিনি আমায় জ্ঞান অর্জনের সুযোগ করে দিয়েছেন যার ফলে আমি এই বই টি লেখতে সক্ষম হয়েছি।নিজের অনুভূতি গুলোকে ছন্দের মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারার একটি মাধ্যম হলো কবিতা।আর এই কবিতাই আমাকে আমার নিজের সঙ্গে পরিচয় করিয়েছে।এর মাধ্যমে আমি আমার জীবনের এক অন্য মানে খুঁজে পেয়েছি।

ছোট বেলায় আমি কবিতা পড়তে পছন্দ করতাম না।আজও বোর্ড বইয়ের বাইরে তেমন কবিতার বই পড়া আমার হয়ে ওঠেনি।কুমিল্লা জিলা স্কুলে ভর্তি হবার পর বন্ধুদের সাথে মজার ছলেই লিখেছিলাম প্রথম ছন্দ।তারপর সে ছন্দের নেশাতেই আমি ডুব দেই।আমার লেখালেখির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় অবদান সব সময়ই আমার বন্ধুদের।আমার প্রতিটি কবিতার জন্য তারা আমাকে অনুপ্রানিত করে গেছে।তাদের অবদান কখনো ভুলার নয়। সদ্য স্কুল পাশ করে কলেজে ওঠা আমার জ্ঞান অতিসামান্য।এই সামান্য জ্ঞান নিয়ে আমার কবিতা গুলো এই বই টি তে তুলে ধরার প্রচেষ্টা করেছি মাত্র।

যেসব পাঠকরা আমার এ বই টি পড়বেন তাদের প্রতি আমার বিনীত অনুরোধ তারা যেন আমার ভুল ত্রুটি গুলো ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখেন এবং আপনাদের মূল্যবান পরামর্শের মাধ্যমে আমার ভুল-ত্রুটি গুলো সংশোধনের সুযোগ সৃষ্টি করে দেবেন।আমার আগামীর পথ চলার জন্য আপনাদের দোয়া ও ভালোবাসা কাম্য।

সৌমাদ্রী পাল

সূচিপত্র

গভীর রাত্রি	০৮
মা	০৯
রূপের মায়ায়	১১
হতাশা	১২
আভাস	১৩
উদাসীন	১৪
নির্ঘুম	১৫
অখ্যাতজন	১৬
অবহেলা	১৭
বন্ধু	১৮
সেদিন নিশীথে	১৯
তমসা অনল	২০
অহমিকা	২১
নিস্তব্ধ স্বর্গলোক	২২
অভয়	২৩
প্রিয় রাত্রি	২৫
প্রেম বুঝিনা	২৬
ঈশ্বর	২৭
মৃত্যু	২৮
হারাতে চাই	২৯
পুষ্প রোদন	৩০
মনের পাখি	৩১
শেষ কাব্যের শূণ্যতা	৩৩
গতরাতে	৩৫

সবাই বন্দী	৩৬
ঠিকানা	৩৮
অজানা	৩৯
চেতনা	৪০
ধর্মভেদ	৪১
জন্মভূমি তোমায় ভালোবাসি	৪২
দর্পণ	৪৩
হঠাৎ বৃষ্টি	৪৪
ছন্দহীন নেত্র	৪৫
একলা একা	৪৬
নিঃসঙ্গ রাত	৪৭
স্বাধীন জননী	৪৮
কেউ নেই	৪৯
জানাজা	৫০
আজও অপেক্ষায়	৫১
স্বপ্ন মাঝে	৫২
অনাহারী	৫৭
মিথ্যা	৫৮
মনচুরি	৫৯
সংকীর্তন	৬০
সার্কাস	৬১

শেষ কাব্যের শূন্যতা

গভীর রাত্রি

নিশীথ প্রহরে চুপি চুপি আমি লিখি কবিতা কাগজে,
শীতল স্নিগ্ধ আলোয় ছন্দ মেলাই কবি সেজে।
ছন্দ অনেক, সময় স্বল্প,
মনে জমে আছে বহু না বলা গল্প।
তাই সব আমি বলে বেড়াই কবিতার ছলে,
তাইতো অনেকেই মোরে পাগল বলে।
লক্ষ্মীছাড়া মনখানাতে কত যে ভাবনা,
এই জগত সংসারেতে অসীম যাতনা।
সকল কিছু ভুলে আমি মেতেছি এক খেলা ঘরে,
মনের পাখি নিয়ে এলো আমায় এ কোন অচিনপুরে।
এ মন শুভ্র,সুন্দর, সদা উজ্জ্বল
এতে ক্রোধে বয়ে যায় প্রকান্ড দাবানল
ভস্ম করে সকল বেদনা,
অতন্দ্র স্বপ্নের হয় সূচনা।
এই দুনিয়া আমার কাছে এক হতাহত রণপ্রান্তর,
দিবা কলরবে বুকের গহীনে জ্বলে যায় অন্তর।
আমি সদা তুষ্ট বসুধা পুত্র,
নির্ভীক-নির্ভয় এক আদর্শ ছাত্র।
নেই কোনো পীড়া বাজাই বেহালা,
খুলে বসে আছি মনের জানালা।

মন অবিরাম চলেছে ছুটে এই দিক হতে ঐ দিক
সে যেন এক অসীম সাহসী অমূল্য জীবনের প্রতীক।
মনের গহীনে বেঁধেছে বাসা,আবহমান এক কল্প,
আগেও করেছি,এখনো করবো,কবিতার ছলে গল্প।

মা

ত্রিভুবনে হয়তো কেহ,নাই তুমি বিনা,
যাহার আঁচলে শান্তি,যা নয় অর্থ দিয়ে কেনা।
দিবস্য-রজনী বিবর্ণ মুখে নির্ভরতার কামনা,
এগিয়ে যেতে দিয়েছিলে যে উদ্যম প্রেরণা।
আমি হয়তো তোমার মনের মতো হই নি,
তবু তুমি না খাওয়ালে,একদানাও খাই নি।
উষা-রাত্রির সন্ধিক্ষণে
ভাবিয়া চলি মনে মনে
নইতো আমি যোগ্য
হতে তোমার গর্ভজাত সন্তান,
তবু কেন এতো ভালোবাসা
কেন জুড়িয়ে দাও এ পরাণ।
জানি না ভগবান নারী না পুরুষ

সে আছে কি না কোথাও,
জানি শুধু সে পাঠিয়েছে তোমায়
যেন তুমি স্নেহের বানী শুধাও।
তুমি যে মা স্নেহের নদী
মমতার সাগর,
নিদ্রালোকেও গুনী শুধু মা
তোমায় দেখার প্রহর।
প্রতিটি রাত থাকি শুধু
তোমাকে দেখার অপেক্ষায়,
তুমি হীনা পুণ্য যে নেই
গয়া-কাশী কিংবা মক্কা-মদিনায়।

রূপের মায়ায়

তোমার রূপের মায়ায়,ও মনোহারী
হারিয়েছি মোর সর্বস্ব,
আজ তুমি হীনা এ জীবন আমার
ধাঁধার কাছেই রহস্য।
উন্মত্ত আমি তোমায় ছাড়া
ভালো যে হতে পারছি না,
তোমার স্বপ্ন দেখা আমি
এত সহজে ছাড়ছি না।
ভালোবেসেছিলাম তোমায় আমি
কেন তুমি আমায় ঠকালে,
ভালোবাসার এ কেমন রূপ
তুমি আমায় দেখালে।

হতাশা

একরাশ হতাশা নিয়ে
আমি স্তব্ধ জোছনায়
স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে
আমার কোনো ইচ্ছে নেই
কোনো বাসনা নেই
সব গেছে হারিয়ে
তবু আমি অবাক হই নি
আমি যেমন টা ছিলাম
ঠিক তেমন টাই আছি
এখন ও আমি স্তব্ধ জোৎস্নায়
চোখ বুজে নির্মল বায়ু নিয়ে
বাঁচি।

আভাস

আমার পরাণ জুড়ে তোমার আভাস
স্নিগ্ধ আলোয় স্তব্ধ বাতাস
আমায় জড়িয়ে নিয়ো হাত বাড়িয়ে
নয়তো আমার আকাশ পানে চেয়ে
দেখে নিও এক ঝড় আসিছে ধেয়ে
সে ঝড়ের মাঝে আমি
আর আমার মাঝে তুমি
তবু তোমার নিস্তব্ধ কান্না
কেন আমি অবধি পৌঁছায় না
কেন তোমার দুঃখ গুলো
তোমার আগে আমায় দুঃখ দেখায় না।

উদাসীন

রাতের আঁধারে কালো রোদ চশমা পড়ে
আমি চলেছি একা একা,
চাঁদের স্নিগ্ধ আলোয় হঠাৎ হলো
নিজের সঙ্গে দেখা।
নিজেকে বলি,
কে হে আমি?
কি আমার পরিচয়?
বোধহয় আমি কোনো মহান ব্যাক্তি নিশ্চয়।
নিজেরে চিনিতে
কে আমি বুঝিতে
প্রশ্ন করছি অবিরাম,
চলেছি একা এই পথ ধরে
নেই কোনো বিশ্রাম।
আকাশে উড়ছে মেঘ,উড়ছে তারা চারিদিকে,
আকাশের প্রশংসা আমি রেখেছি মাটিতে লিখে।
প্রবাহিত মৃদু বাতাস দেয় একটু সান্ত্বনা,
অপরূপ এ ধরাতে ঘুরছি হয়ে আনমনা।
এত কিছু ভাবছি আমি নিশ্চুপ হয়ে রাত দিন,
ঘুরছি এই জগত পথে হয়ে পুরো উদাসীন।

নির্ঘুম

নির্ঘুম কতো রাত জেগে
আমি তোমার কথা ভাবি
নির্ঘুম স্বপ্ন মাঝে
আমি তোমার ছবি আঁকি
চারিদিকে শুধুই তোমার
প্রতিচ্ছবি ভেসে বেড়ায়
তারই মাঝে আমার মন
যে বহুবার হারায়
আমি তীরহারা এক
গাঙের মাঝি
তোমার মাঝে হারিয়ে
আমি মরতেও আছি রাজি

অখ্যাতজন

কবি বলেছেন,
"অখ্যাত জনের নির্বাক মনের
বেদনা করিতে উদ্ধার,
কবির বাণী করিয়া শ্রবণ
খুলিয়া বসেছি মন দ্বার।"

পৃথিবীতে শত জ্ঞানী আহিল যুগে যুগে
শিখাইল সে ত্যাগেই সুখ,নাহি পাবে তুমি ভোগে
তাদের বাণী, সবাই জানি
তবু কেন খাঁচার ভিতর
মনের সনে অর্থ দিয়াছ বাঁধন
এই অখ্যাত জন ছাড়া হইবে কি
তোমার কোনো কার্যসাধন
আমি, তুমি আর তাদের মাঝে নেই কো ব্যবধান,
তাই তো আমি বিদ্রোহী সুরে গাহী সাম্যের গান।
শ্রমজীবী আর কৃষাণ, কুলি- মজুর,
দেবতার ঘরে বসে পুরোহিত,পাদ্রী আর হুজুর।
সবারেই লাগে এক,
অহংকারের চশমা খানা
চোখ থেকে খুলে দেখ।

তবু কেন শুধু শ্রমজীবীরা অখ্যাত রয়ে যাবে
নির্বাক মনে বেদনাগুলো আর কতদিন সয়ে যাবে।

অবহেলা

রাত মাঝারে নির্জনতায় আমি বড় ব্যাথিত
কারণ আমি জগৎ মাঝে নিঃস্ব অবহেলিত
অবহেলা গুলো এখন আর সইতে পারি না
তবু বিষন্নতার কথা কাউকে কইতে পারি না
সবাই যখন নিজের মতন উল্লাসে নেচে বেড়ায়
আমার তখন একলা একা অস্থির লাগে প্রায়
তবু আমি শান্ত থেকে শান্তির খোঁজে থাকি
জানি কেউ শুনবে না তাও চিৎকার করে ডাকি
সবার মাঝে থেকেও আমি, মাঝে মাঝে খুব একা
নিজের সনে নিজেরই মাঝে নিজেরই হলো দেখা
এমন সবার অবহেলা কষ্ট দেয় আমায়
তবু আমার একলা মন একলাই থেকে যায়

বন্ধু

বন্ধু,
তোদের ছাড়া আমার বড় নি:স্ব লাগে হায়,
মনখানা মোর স্মৃতির মাঝে তোদেরি দেখতে চায়।।
মনে আছে কি সে দিন গুলো
যবে উল্লাসে কাটাতাম সারাবেলা,
বিকেল হতেই বেরিয়ে যেতাম
সন্ধ্যেয় শেষ হতো সব খেলা।।
স্কুল পালানোর সময়টাতে
দিতাম ছুট দলবেঁধে,
গানবাজনার সময়টাতে
শিক্ষক এলে সবাই সিধে।।
মনে আছে কি সে আড্ডাখানা
যেথায় বসে সময়গুলো কাটত খুব দ্রুত,
বন্ধু তোদের বাঁধিব মনের মাঝে
নিয়ে আয় কিছু সুতো।।

সেদিন নিশীথে

সেদিন নীলিমা স্নিগ্ধ নিশীথ রাত্রে
আমি বসেছিলাম একা শষ্প সাগরে
পূর্ণিমা রাত্রির পূর্ণ শশীতে
বাগান ভরেছে মুগ্ধ টগরে
নিশীথ রাতের নিশীথ তারা
আকাশ পানে চেয়ে থাকে যারা
তাহারাতো ভাই আমারে ছাড়া
নিঃস্ব কাঙাল,পড়বে মারা
রজনীর সেই সুপ্ত কালে
তারারাজি মন না দোলে
আবার কবে রাত্রি হবে
কবে আবার ফুঁটবে তারা
চারিদিকে হলো সাড়া
সবদিকে একখানা রব
নিশীথের পূর্ণ ক্ষোভ
ভোর কেন আসে?কেন হয় দিন?
চিরকাল কেন রাত হয় না
চন্দ্র-সূর্য লুকোচুরি খেলে
পৃথিবীর ও আয়ু ক্ষয় হয় না

তমসা অনল

শিশিরের বিন্দুজলে যে ঘাসগুলো ভেজা ছিলো
শুকোতে শুরু করেছিল হঠাৎ আঁধার নামিলো
এ আঁধার রাতের নয়
উত্তপ্ত কালো আগুনের
যার তাপ পুড়িয়ে দিলো
সদ্য ফোঁটা ফুল এই ফাগুনের
এ তমসা অনলের শান্ত নীরব উত্তাপে
কতো মানুষের কান্নায় ধরণী উঠিলো কেঁপে
যে শিশু চোখ খুলেনি কভু
জন্মেছিল সে গত রাতি
আঁধারের এই তমসা অনল
নিভিয়ে দিলো তার জীবন বাতি
আগুনে পুড়ে ছাই হলো
শত মানুষের বোনা স্বপ্ন
আগুনে পুড়ে নিঃশেষ হলো
সে ঘর যা বেঁধেছিল করে খুব যত্ন
একদিন সকলে ভুলে যাবে সেই
নিস্তব্ধ অগ্নির চিৎকার
কাঁদবে সে সন্তান হারা জননী
দেবে তোমাদের ধিক্কার

এ আগুন যে প্রকৃতির নয়
তোমাদেরই ভুলে লাগলো আগুন
তোমাদেরই ভুলে তমসা অনলে
ছেয়ে গেলো এই রঙিন ফাগুন।

অহমিকা

অহমিকা ভুলিয়াছি আমি
জগতের পথে নেমে
দৌঁড়াতে শিখে গিয়েছি আমি
চলতে চলতে থেমে
রাতের অন্ধকারে আমি
একা পথে হাঁটি
আঁধার ছেয়ে চারিদিক
নেই কো কোনো বাতি
বৃদ্ধের আছে শেষ সম্বল
জীর্ণশীর্ণ লাঠি
ওরে মন তুই
বুঝি বুঝিস না
এসেছে সেই সময়

যখন থাকবো না আমি
তবে থাকবে পূর্ণিমা
ছেয়ে এই জগৎ ময়।

নিস্তব্ধ স্বর্গলোক

সেদিন মৃত্যুর পর আমি গিয়েছিলাম স্বর্গলোকে
সেথায় ছিলো চির নিস্তব্ধতার চির শান্তি
কাটিয়া সকল শ্রান্তি,ক্লান্তি
হঠাৎ করে হলাম আমি শান্ত
জানলাম আমি যা জেনেছি
তার সবই ভুল,সবই ভ্রান্ত
সেদিন আমি অপার রজনীলোকের সাক্ষাৎ পেয়েছি
জেনেছি কেন সে তপ্ত রোদের পরে আসে?
কেন সে আকাশ মাঝে
চাঁদ বুকে নিয়ে ভাসে?
কেন তারারা মিটিমিটি চলে?
মেঘ কেন আকাশে উড়ে?
স্বর্গ কেন এতোদূরে?
সবই আমি জানলাম
তার দেয়া সব ব্যাখ্যাই আমি মানলাম

সেদিনের সেই নিস্তব্ধ স্বর্গলোকে কেউ ছিলো না
আমি সেদিন একা ছিলাম
কেন?আমি জানি না
হয়তো আমার মতো আর কেউ মরে নি
যে স্বর্গে আসতে পারে।

অভয়

ব্যস্ত শহর,ব্যস্ত প্রহর,ব্যস্ত রাজপথ
চাঁদের আলোয়,আঁধার কালোয়,রাত্রির গতি শ্লথ
মন্থর রাতে অঝোর বাদল,সজোরে বহে বায়ু
আহ্নিক গতির ঘুর্ণিপাকে পৃথিবী ক্ষয়িছে আয়ু
মন প্রাণ করে দান আমি নিঃস্ব জগৎ সংসারে
গোধূলি মালার শেষ প্রহরে,চিনিয়া চিনিয়ো আমারে
আমি শান্ত,আমি ক্ষিপ্র,আমি সদাবহমান জলধারা
আঁধার রাতের জ্যোৎস্নাহীনতায় হয়েছি আমি দিশেহারা
এ মন বেদন দিয়েছে সদা
দিয়েছে ব্যাথা আপন মনে
সয়েছি ব্যাথা, বয়েছি বেদন
আজও আছে, আমার সনে
নীল নীলিমায় সবুজ সায়রে

একলা ঘুরছি ঘূর্ণিপাকে
আসবে সূর্য ঘুমোতে যাবো
আসবে যে ভোর সূর্য ডাকে
কী নিঃস্তব্ধ সে ডাক
তবে উজ্জ্বল আলোময়
রাত্রিও ঘুমাবে, আমিও ঘুমাবো
কারণ সূর্য দিয়েছে অভয়।

প্রিয় রাত্রি

প্রিয় রাত্রি,
জানি তোমার রূপ অন্যদের প্রিয় নয়
তবু তুমি আমার কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয়।
তুমি নিজের মাঝে সীমাহীন
নক্ষত্র-তারাকে সমাহিত করেছ,
তুমি তোমার নিস্তব্ধতায়
আমার মতো কত কে বিমোহিত করেছ।
তোমার কৃষ্ণবর্ণী কেশ মাঝে রূপালি রাঙা বিন্দু
তুমি যেন চিরবহমান ঐতিহাসিক সিন্ধু।
লোকে বলে তুমি আঁধার,
তবে আমার কাছে তুমিই প্রিয়
তুমি বিহীন এ দিন হবে,ক্লান্ত-অভিশ্রান্ত
তুমি বিহীন এ ধরা মাঝে কিছু নেই
তুমি বিহীন এ জগতের রূপ-লাবণ্য ক্ষত-বিক্ষত
তোমার আঁধার কালোয় শত সহস্র স্বপ্ন রক্ষিত।
যতবার ভাবি ততবারই তোমার স্বপ্নে আমি বিভোর
রাত্রি যেন থাকে সারাদিন ভুলে যেতে চাই ভোর।

প্রেম বুঝি না

প্রেম বুঝি না কেমনে করে
কেমনে মরি তোমার তরে?
কেমনে ছাড়ি ভুবন আমি?
কেমনে থামাই ক্রন্দন আমি?
কোন উজানে ভেসে বেড়াই?
কোন ভাটাতে প্রাণ ফিরে পাই?
কোন দিঙিতে লুকিয়ে থাকি?
কোন মনেতে দাপিয়ে বেড়াই?
আমি জানি না কেন ভালোবাসতে হয়?
কেন মনে দুঃখ নিয়েও মুখে হাসি রাখতে হয়?
কেন শত দুঃখের মাঝেও অন্যকে খুশি রাখতে হয়?
কেন অপরাধ না করেও কঠিন শাস্তি পেতে হয়?
কি দোষ আমার যে তোমায় ভালোবেসে নিঃস্ব হয়ে যাব?
তবে তোমায় ছাড়া আমি কিই বা নিয়ে বাঁচব।

ঈশ্বর

তুমি আদি,তুমি,অনাদি,তুমি আশ্রয়, ও তুমি জ্ঞাতা,
তুমি শাশ্বত, আবার সকল কর্মের তুমিই ফলদাতা।
চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারা সবই তোমার সৃষ্টি,
হিন্দু-মুসলিম,ধনী-গরিব সবেতেই তোমার দৃষ্টি।
তুমি প্রেমময়,তুমি গুণময়,আর জ্যোর্তিময় ও তুমি
অনাহারীর আহার,অসহায়ের সহায় ও তুমি।
প্রাণী-অপ্রাণী সকল কিছুর তুমিই একমাত্র স্রষ্টা,
তুমিই মোদের অন্নদাতা, তোমাতেই মেটে তেষ্টা।
তুমি আল্লাহ্,তুমি ঈশ্বর
তুমি অদ্বিতীয়, তুমি অবিনশ্বর
জগতের সকল জীব করে তোমার ভক্তি,
হে করুণাময়,তোমার সঙ্গেই মোদের অনুরক্তি।

মৃত্যু

মৃত্যুর পথে রওনা হয়েছি মৃত্যুর স্বাদ পেতে,
স্বর্গ নরকের মাঝের স্থানে একটু বাতাস খেতে।
মৃত্যু হীন যে জন্মেনি কেউ এ ধরাতে,
একদিন সবাই যাবে মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়াতে।
মরতে না চাইলেও তুমি বাঁচতে পারবে না,
তুমি পালালেও মৃত্যু তোমার পিছু ছাড়বে না।
এ জগতে বাঁচার চেয়েও মৃত্যু অনেক শ্রেয়,
মৃত্যুর পর জানার ইচ্ছা, তাই মৃত্যুই আমার প্রিয়।
মরবে তো সবাই একদিন,কেউ আগে কেউ বা পরে,
চিরকাল অমর হয়ে থাকবে না কেউ এ জগত সংসারে
তাই প্রভু প্রার্থনা মোর
মৃত্যু দাও হে আমারে।

হারাতে চাই

আমি হারিয়ে যেতে চাই
আকাশের ঐ নীল চাদরে,
আমি হারিয়ে যেতে চাই
গ্রামের ঐ অথৈ সায়রে।
আমি হারিয়ে যেতে চাই
মায়ের ঐ মেঠো পথ টা ধরে,
আমি হারিয়ে যেতে চাই
মন মদিনায় দোয়া-মিনত করে,
জোনাকির আলো দেখে
আমি হারাতে চাই আঁধার নিশীথে,
বাধ্য হয়ে নয় তবে
আমি আমি হারাতে চাই
নিজ মনের খুশিতে।
এ জগতে পাওয়ার মতন
আরতো কিছু নাই,
তাই চলো ভাই সবাই মিলে
অজানায় হারিয়ে যাই।

পুষ্প রোদন

পুষ্পশোভিত কুঞ্জবনে
ভ্রমরের নানা খেলা,
সেই খেলাতেই একলা আমার
কেটে যায় সারা বেলা।
নানা রঙের,নানা ফুলের বাহারে
বলে মন খানা আমার আহারে
যদি সারা জীবন রেখে দিতে পারতাম তাহারে
দেখে বিমোহিত মন যাহারে।
তবে সে তো এমন রইবে না
একদিন তার আয়ু ফুরাবে
বর্ধিষ্ণু মনে ক্লান্তি জুড়াবে
গাছে লেগে থাকার শক্তি হারাবে
ভাববে পড়ে গেলে কেউ তো কুঁড়াবে
যদি না এমন হয়
করে যে ভীষণ ভয়
কেহ যদি না করে যত্ন তাহার
কেমনে রইবে সে,
জগতের এত দুঃখ কষ্ট
কেমনে বইবে সে।
যদি কেউ তারে পায়ে মাড়িয়ে

পিষ্ট করে ফেলে,
যদি কেউ তার পাঁপড়ি ছিড়ে
মজার খেলা খেলে।

মনের পাখি

মনের মাঝে যতন করে
পুষলাম পাখি খাঁচাতে,
কে জানি তারে ছাড়িয়ে দিল
তাহার জীবন বাঁচাতে।
আকাশ পানে চাহিয়া দেখি
পাখি উড়ে পাখনা মেলে,
মনের কতো রং-রূপ
কতো রকম খেলা খেলে।
মনখানা মোর কাচের মতন
অল্প ব্যথায় ভাইঙ্গা যায়,
পাখি মোর খোলা আকাশে উড়িয়া
কেমন মজা পায়।
পাখির এমন সুখ দেখিলে
মন খানাও সুখি হয়,
যখন দেখি একলা আমি

তখন করে ভীষণ ভয়।
বিষন্নতা কাটাতে মোর চাই সে পাখি,
সে যে হবে মোর একলা সময়ের সখী।
সে খাঁচা আমি বাঁধিয়ে দিব
স্বর্ণ-রৌপ্য-হীরাতে,
চাই না আমি ছাড়তে তারে
চাই না তারে হারাতে।

শেষ কাব্যের শূন্যতা

লিখছি শেষ কবিতা
তবে এ পাতা যে শুন্য,
আমার কলমের ছোঁয়া পাবে
এ যে ভাবছে নিজেরে ধন্য।
বেদনা গুলো ছন্দের মাঝে আমি বলি
কলমের কালি,দোয়াতে তুলি
আমি শব্দের খেলা খেলি।
আমি নই কবি
আমি কাব্যের উপাসক
আমি লালন-বাউল নই
নই গহীন বনের সাধক।
মনে অহ-রহ
কত যে বিরহ
কেমনে হইবে নিধন,
মনের কষ্ট কেমনে মিটবে
কেমনে হইবে শোধন।
আমার শেষ কাব্যের শূন্যতায়ও
কতো ছন্দ
এতে প্রকৃতির নানা শব্দ
করেছি কুঠুরে বন্ধ।

আমার কাব্য

অশ্রাব্য

তাইতো তাহা শুণ্য

রিক্ত পাতায় সিক্ত নয়নে

দেখি হে কাব্য

প্রতিবারই লাগে তা নব্য।

দিবা-রাত্রির এ প্রহসনে

আমার জীবন হলো নিঃস্ব,

চোখ বুজেও আঁকি আমি

শুন্য পাতার দৃশ্য।

শুন্য পাতার ছিন্ন শব্দে

ভিন্ন কতো কষ্ট,

তবে আমার এ শুণ্য কাব্যে

ছন্দ সবই স্পষ্ট।

গত রাতে

গত কাল রাত জেগে
চেয়েছিলাম চাঁদের দিকে
হঠাৎ গর্জে ওঠা মেঘের ডাকে
চাঁদ মামা গেলো রেগে।
আর তো সে ফিরে আসে না,
আকাশের বুকে রূপালি থালা আর তো ভাসে না।
তারপর বেরিয়ে গেলাম রাতের আঁধারে
চাঁদের আলো খুঁজতে,
ঘুম ছিলো না তবুও চেয়েছি
চোখ টা একটু বুঁজতে।
হঠাৎ দেখি মেঘ চিরে জেগে উঠেছে সূর্য
তারই লাল আভায় ফুটে উঠেছে পৃথিবীর মাধুর্য।
আলো এসেছে,হয়তো হচ্ছে ভোর,
সূর্য চুরি করেছে রাতের আলো
তাই তো সে চোর।

সবাই বন্দী

ঘড়ির কাটার ঘূর্ণিপাকে
কুকুর ছানার উদ্ভট ডাকে
আমি চার দেয়ালে বন্দী,
করি দেয়াল বেয়ে উঠতে থাকা
পিঁপড়ের সনে সন্ধি।
তাই দেখে ইঁদুর গুলো
উল্লাসে ফেঁটে পড়ে,
তারাও যে আমারি মতো
বন্দি আমার ঘরে।
এক দেয়ালে টিকটিকি বসে
গাইছে মধুর গান,
অন্য দেয়ালে আরশোলা ভয়ে
চেপে আছে নিজ কান।
মাথার উপর মাকড়সা
বুনছে তার জাল,
আমি ডেকে তাকে জানতে চাই
কেমন তার হাল-চাল।
মশা গুলো আবার বড়ই ভদ্র
গায়ে বসে তবু কাটে না,
বুঝিনি আজও পা থাকতেও

কেন তারা কভু হাটে না।
আজ এসেছিল নতুন অতিথি
নাম তো জানি না তার,
তবে কেন জানি আজ সারা দিন
করেছিল সে মুখ ভার।
এসব ভেবেই বন্দি সময়
কাটাই বন্দি ঘরে,
তাদের ছাড়া বাঁচার আশা
করি কেমন করে।

ঠিকানা

কীভাবে উড়াল দেবো তোমায় নিয়ে
আমার নেই যে কোনো ঠিকানা
ও মনমাঝি তুই মনের মাঝে
একখান জমি আমায় দেখা না
সেইখানে ও মনোহারী
বাঁধবো বসত দুজনা
আমার ঘরে বসত করে
তুমিহীনা কোন জনা
স্তব্ধ রাতের নিস্তব্ধ প্রহরে
মুছবে সকল বেদনা
তুমি আমি হারিয়ে যাবো
কারণ ঠিকানাটাই যে অজানা।

অজানা

স্তব্ধ রাত্রি বেলায় নিস্তব্ধ আমি বসে
নির্ঘুম চোখ বন্ধ তবুও
কত যে ভাবনা আসে
ভাবনা গুলো লিখিনি বলে
আকাশ বাতাসে ভাসে
অত:পর হারিয়ে যায় সে
অজানায়
অজানার গভীরে আমিও হারানো
হারানো আমার পৃথিবী
তবু আজি এঁকে বেড়াই
এ অচেনা পথের ছবি
সেই ছবিতে আমি বাদে সব আছে
আমি তো আজও নিখোঁজ আমারি কাছে।।

চেতনা

চেতনা আমার আমারি মাঝে
গম্ভীর হয়ে বসে আছে,
বেদনা আমার আঁধার সাঁঝে
একটু সুখের খোঁজে আছে।
আমি যেমন,তেমনি আছি
শুধু চেতনা বদলেছি,
ভালোটার সাথে খারাপ টা নিয়েও
ভাবতে শিখেছি।
মাঝে মাঝে অবচেতন হয়ে
চেতনা হারিয়ে যায়,
তাই দেখে মন আমার
পথিমধ্যে দাঁড়িয়ে যায়।
চেতনা গুলো কল্পনাতে
ভালো কিছুর আশা দেখায়,
তবু কভু এরা পিছু ছাড়ে না
এমন কি জীবনের শেষ রেখায়।
সবারই আছে চেতনা
কাহারো ভালো কাহারো নয়,
অলস বসে করো না কভু
চেতনার অপচয়।

ধর্মভেদ

মনুষ্যজাতি এক অদ্ভুত প্রাণি
করে ভেদাভেদ নিজেতে,
ধর্ম নামে হানাহানি করে
খুনাখুনি করে পথেতে।
তারা কি জানে না ঈশ্বর এক
এক আল্লাহ্-ভগবান,
এক থেকেই হয়েছে সৃষ্টি
তাতেই হবে মুক্ত পরাণ।
কার জন্য লড়াই করো
সে কি বলেছে নিরপরাধ কে শাস্তি দিতে,
কি অপরাধ সে ছোট্ট শিশুর
কেন হলো তাকে জীবন দিতে।
কি অপরাধে নারী-বৃদ্ধ মরছে এ ধরনী তে
আজও কেন রণহুংকার উঠে
এ ধরা গর্জে উঠে যুদ্ধ ধ্বনিতে।
বুক কেপে ওঠে যখন শুনি
শিশু মরছে যে জানে না ধর্ম কি
তবে কেন এতো অত্যাচার
আর এ নির্মমতার মর্ম কি?

জন্মভূমি তোমায় ভালোবাসি

আজও তোমায় ভালোবাসি বলে

নদী পাড়ে তোমার আশে গান গাই
সেই গানের সুরের মাঝে তোমায় খুঁজে পাই।
ভালোবাসি,খুব ভালোবাসি
এতটা যে বলে বোঝাতে পারব না,
মৃত্যু হলে হবে তবে
তোমায় ভালোবাসতে ছাড়ব না।
দক্ষিনা বাতাস,গাছের পাতা
সবেতে আছো তুমি,
আমার মাঝে তোমার অস্তিত্ব
স্বর্ণ-রৌপ্যের চাইতেও দামী।
তোমায় ভালোবাসি বলে আজও
আমি চেয়ে থাকি পথের ধারে
তোমায় ভালোবাসি বলে দাঁড়িয়ে
একা আমি নদী পাড়ে।
হে,আমার প্রিয় জন্মভূমি
চিরকাল আমি তোমায় ভালোবাসব।

দর্পণ

ঐ উজানের নিস্তব্ধতায় রজনী শিথীল কালে
চন্দ্র তারা রাত্রি প্রহরে রূপালি আলো জ্বালে
সেই আলোর কোমলতায় মনে সুখের আবাহন
সেই স্নিগ্ধ আলোতেই করি সুখের অবলোকন।
রিক্ত শিরে নতমস্তকে তাকে আমার প্রণাম,
হয়তো কভু অর্জিত হবে এতে তাহার সুনাম।
চন্দ্র তারার ঝিকিমিকি খেলায় করিনু সমর্পণ,
নিজের প্রকৃত পরিচয় জানতে রাখিব দর্পণ।
সে দর্পণে দেখতে পাই সব যেন লাগে নতুন,
উল্টো জগত উল্টো সবই সবার অবস্থা করুণ।
যদি পারতাম যেতে সে দর্পণ রাজ্যে,
হয়তো কোনো এক অপ্রয়োজনীয় কার্যে।
পাল্টে দিতাম সব নিয়ম জগতের,
পরোয়া করতাম না কাহারো মতের।
হতাম আপন রাজ্যের রাজা,
নিজেকে ব্যতীত সকলকেই দিতাম নানা সাজের সাজা।

হঠাৎ বৃষ্টি

দিনটি ছিলো গ্রীষ্মের রোদেলা বিকেল
সাথে ছিলো মেঘের সঙ্গে নীলের মিশেল
সেই নীলের নীলতায় যখন হারাতে গেলাম
বিস্মিত হয়ে অপরুপ জলের খেলা দেখলাম
মেঘ হতে গড়িয়ে হঠাৎ হাজির হলো সে
কার আছে সাহস থামায় তা,আটকাবেই বা কে?
কী যে আনন্দ,কী যে সুখ, আসে ঝুড়ি ঝুড়ি
বাড়লো গতি,আঁধার হলো আলো
নীল সে আকাশ ক্ষণেই হলো কালো
গগন হতে নামলো হঠাৎ বৃষ্টি
এ অপার বিশ্বলয়ের দিকে সবার দৃষ্টি
এই বৃষ্টির ফোটা যখন বদন ছুঁয়ে যায়
মনটা তখন অদ্ভুত এক আনন্দ খুঁজে পায়
হে অপার সৌন্দর্য্য শোভিত জলধারা
বৃষ্টি তোমার নাম
মনের আকুল বেদনা মুছে গিয়েছে
তাই তোমায় সহস্র প্রণাম।

ছন্দহীন নেত্র

নয়নতলে কালি জমে আছে
করেছে রক্তবর্ণ ধারণ
কতো রাত জেগে করতে চেয়েছে
দিবালোকেরে স্মরণ
কতোদিন যে পড়েনি পাতা
বন্ধ হয়নি শত কষ্টের পরেও
হয়নি বন্ধ ক্লান্তিতে
প্রতি রজনী চেয়ে থাকে শুধু
চন্দ্র তারার নানান খেলা
চোখের পাতায় শান্তি যে নেই
আছে যে প্রচুর দুঃখের মেলা
শত কষ্টের পরেও অশ্রু পড়ে না
এ চক্ষু হতে গড়িয়ে
ছোট্ট তবে রয়েছে বীর
একা পাতা মেলে দাঁড়িয়ে।

একলা একা

রাত্রি বেলার কাব্য আমি লিখি
চন্দ্র-তারার মিটিমিটি খেলা দেখি
রজনীকালের অন্ধকারে
কে জানি শুধায় আমারে
কেন আমি অচেনা পথে একলা হেটে চলি?
কেন আমি না জানা কথা সকলকে বলি?
আমি অচেনা পথের নিঃস্ব কাঙাল,
আমি দরিদ্র দেশের দুঃস্থ বাঙাল।
নইতো আমি বন্দীশালার বন্দী ছেলে
তাইতো আমি একলা হাঁটি-স্বাধীন বলে
মনে কয় কেন আমি হই নি মুক্ত পাখি?
কেন আমি নিজের মতন জগত টারে দেখি?
কেন আমি ভবের মাঝে একলা একা বাঁচি?
কেন আমি সবের মাঝে নিঃস্ব হয়ে আছি?

নিঃসঙ্গ রাত

রাত হলো খুব,ঘুম যে আসে না,কি যে আমি করি,
চেয়ে আছি আকাশপানে,হয়ে নিঃস্তব্ধ রাত্রির প্রহরী।
জেগে নেই কেউ,সকলে ঘুমিয়ে,প্রকৃতি খুব শান্ত,
চেয়ে আছি আমি ঘড়ির কাটায়,নেই কি এই রাতের কোনো অন্ত।
কেউ কি জেগে নেই আমার সাথে,খুঁজছি হয়ে আনমনা,
কেউ যেন বললো,দাঁড়াও খোকা,আর এগিয়ে যেও না।
পেছন ফিরে দেখি ডাকছে আমায়,আকাশের চাঁদ মামা,
গোলগাল সে রূপালী রাঙা, পড়নে নেইকো জামা।
বললো মোরে,বসো না খোকা,গল্প হবে খুব,
ধপাস করে বসলাম আমি,আওয়াজ হলো ধুপ্।
গল্প চলছে একের পর এক,তবু সময় কাটে না,
হঠাৎ দেখি চাঁদ মামা আর কথা যে বলে না।
রাতের প্রহরী ঘুমিয়ে পড়েছে,রাত কে কে দেয় পাহারা?
সকাল বেলা সূয্যিমামা কে ডেকে আনবে কাহারা?
চোখ বুঁজে ভাবছি আমি,রাত টা কেমনে কাটাই,
কার কাছে কই মনের কথা,কেউ তো জেগে নাই।
হঠাৎ আমার চোখ খুললো,দেখি সূর্য উঠেছে,
কুঞ্জবনে থোকায়-থোকায় নতুন ফুল ফুঁটেছে।
কেটে গেছে এক নিঃস্বঙ্গ রাত,চাইলাম ঐ আকাশে,
ভয় হলো যদি সেই রাত খানা,আবার ফিরে আসে।

স্বাধীন জননী

জননী আজ্ঞা দেহো মোরে যাই রণস্থলে
ছলে,বলে,কৌশলে রণতলে
পিঞ্জরে বিধিয়া শান
মোর দেহ অম্লান
রুধিরাক্ত রণক্ষেত্র শুদ্ধ করিবা কীসে
আজি নভঃর সঙ্গে গিয়েছে সকল অম্বু নিধি মিশে
ধ্বজাধারী সৈন্য সকল চায় হে স্বাধীন ভূমি
বলো কী করে করিব স্বাধীন
বলো হে জননী তুমি
আজি আকাশে বাতাসে বহিছে গান
স্বাধীনতার পদভারে আজ ধরণী কম্পমান
আজি উদ্বেলে,পরম আনন্দে,রবি কিরণ তেজিছে ভারী
কতো সন্তান চিরনিদ্রায়, আবার কতো যে অনাহারী
শ্রান্তির ভ্রান্তিতে আমি বড় ক্লান্ত
যুদ্ধ কবে হবে শেষ কবে হবে এর অন্ত
কবে ভাঙ্গিবে শিকল,মুক্ত হইবে দেশ
শেষ শেষ শেষ
কবে হইবে এই যুদ্ধ শেষ।

কেউ নেই

কাহারো কোথাও কোনো সাড়া নাই
নয়ন জোড়া খুলিয়া দেখি চারিপাশে কেহ নাই।
রাত নয় তবু নির্জন শহর,নির্জন পথ প্রান্তর,
নিথর,সকলের দেহ পড়ে আছে,
নিস্তব্ধ সকলের অন্তর।
কেউ তো নেই,যার সাথে করিব অবসরের আলাপন,
কেউ যে নেই যার সাথে বুনিব আগামীর স্বপন।
কেউ আর নেই,বেঁচে এ জগতে
আমি আছি শুধু একা,
বেরিয়ে পড়লাম অশেষ পথে
যদি পাই কাহারো দেখা।
রাত হয়েছে চাঁদের আলোয়
ভাবছি কবিতা মনে-মনে,
চোখে জল এলো এই ভেবে যে
হয়তো কারো আর দেখা পাব না এ জীবনে।

জানাজা

মৃত্যু পরে এলাম আমি
আমার জানাজা তেই
বন্ধু সকল এসেছে আজি
সেও আছে সাথেই
মৃত্যুর পর বুঝলাম আমি
মৃত্যু বেদনাহীন
এখন আমি বহুরুপী
কখনো মানুষ, কখনো জ্বীন
করতে এসেছে সবাই আমার
আত্মার মাগফেরাত কামনা,
তবে অনেকে চেয়ে আছে
আকাশপানে হয়ে আনমনা,
মৃত্যুর পর সবই যে
বদলে গেছে হায়
মৃত্যুর পরে সবাই কি
আমারি মতো সবার দেখা পায়?
এতো কিছু ভাবতে ভাবতে
আমি মৃত্যু মাঝে হারিয়ে,
আমার লাশের পাশেই আমি
মৃত হয়ে দাঁড়িয়ে।

আজও অপেক্ষায়

বহুদিন কেটে গেলো,আমি আজও তোমার অপেক্ষায়
চাঁদনী রাতের পূর্ণ চাঁদরে ঝাপসা পূর্ণিমায়
বারান্দায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে আমি স্থির হয়ে
আমি আজও তোমার অপেক্ষায় অধীর হয়ে
হাতে কফির কাপ সামনে আঁধার রাত
স্বপ্ন মাঝে দেখি তোমার হাতে আমার হাত
এভাবেই দুজনা দাঁড়িয়ে তবে কফির কাপ ছিল দুখানা
এ তো বাস্তব নয়,স্বপ্ন মাঝে ভাবতে তো নেই মানা
প্রতিটি রাতে কফি ফুরাবে, ফুরাবে চাঁদ
তবে এ অপেক্ষা ফুরাবে না,
তোমার স্বপ্নে আমি বিভোর হয়ে থাকব
তবে এ চোখ খানা জুরাবে না।

স্বপ্ন মাঝে

সন্ধ্যের শান্ত নীরব বাতি
সবই যে বড় অর্থহীন
আজও কি আছে জ্যোৎস্না
আলো আমার তরে স্বার্থহীন।
আজও কি একা পথে দাঁড়িয়ে
কেউ আছে আমার অপেক্ষায়,
আজো কি দিন আছে
তার প্রিয় রাত্রির প্রতীক্ষায়।
আমি আমার নিঃস্বতার
চাদরে বন্দি করে রেখেছি
আমার সব বেদনা
আমার ক্লান্তি,আমার অবসাদ
তবু কেন এ জীবন লাগে বড় বিষাদ
কেন আজও অস্তীত্বহীনতার জঞ্জাল?
কেন আজও সমাজের এত বেড়াজাল?
কেন আমি সবার মতোই উপেক্ষিত?
কেন সবাই আমার চেয়ে বেশি ভীত?
কেন আমি শ্রেষ্ঠ হয়েও করেছি
এ তুচ্ছ আকার ধারণ?
কেন আমি পাখি নই?

কেন আমার ডানা নেই?
কেন আমার কাউকে মারতে
কোনো বাঁধা, কোনো মানা নেই?
সম্ভ্রমতার মিথ্যা সনদে
মিথ্যা আমার সাক্ষর
এ জগতে মিথ্যা সবই
মিথ্যা প্রতিটি অক্ষর
মিথ্যা প্রতিটি চাহণী
মিথ্যা প্রতিটি বাক্য,
আমি এর সাক্ষী আছি
নাও হে আমার সাক্ষ্য।
সাক্ষী নেবে বিচারক কই
কোথায় আছে সে দরবার
অজানা পথে অজানা সাথে
অজানার অজানা কারবার
সত্য শুধু জগতের জল
গাছপালা আর প্রকৃতি
এর চাইনা কোনো বিচারকার্য
চাইনা কোনো স্বীকৃতি
এটা যেরূপে আছে
সেরূপেই থাক
সেরূপেই ইহা সুন্দর

কলুষমাখা বিভীষিকাময়
অন্ধকারিত সবার অন্দর
অন্তরের ব্যথা কর দূর
খুঁজে নাও তোমার অচিনপুর
অচিনপুরের অচিন পথে
অচেনার ভিড়ে সুরাসুর।
শত পূর্ণিমাবাদে
আমি পৌঁছেছি আজি
পৌঁছেছি আমার অন্তর মাঝে,
ভোরের আলোয় রওনা হয়েছিলাম
পৌঁছেছি শত গোধূলি বাদের সাঁঝে।
এ সাঁঝের নিঃস্তব্ধ আঁধারে
আমি বিচ্ছিন্ন জগৎ হতে
সুপ্ত আমি কোন পথেতে
প্রকৃতির এই মেলার বেলায়
তারারাজির উন্মাদ খেলায়
পাখিকুলের মিষ্টি বলায়
মেঘকুলের বাঁধাহীন চলায়
আমি নিঃস্ব আমি কাঙাল
আমি সব হারানো এক পাগল বাঙাল
আমি সীমাহীন দুঃখে দুখী
আমি আমার ব্যথায় সুখী

আমি মনমতো সাজে সাজি
কখনো নাবিক কখনো মাঝি
আমি আমার দুঃখিনী মায়ের অশ্রু
যার সন্তান চির উন্মাদ
আমি এক ভবঘুরে
ঘুরি ভবঘুরে হয়ে দিনরাত
আমি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলি
আমি এক ভিখারিমাত্র
জগতের মাঝে যার কিছু নেই
একদম সঞ্চয়শূন্য
কখনো এরূপ কার্য করিনি
যাতে হবে এ ধরা ধন্য।
আমাকে নিয়ে গর্ব করা
গৌরবের কিছু নয়
আমি আজও সেই
অস্তীত্বহীন পথের পথিক
আমায় হীনা এই জগতের
সকল কার্য সাধন হবে সঠিক
নষ্ট আমার মতি গতি
নষ্ট আমার স্বভাব
আমার মাঝে শিষ্টাচারের
আছেই বড় অভাব

সে অভাবের তাড়নায়
শতেক রকম যাতনায়
সবারই দুর্ভাবনায়
আমার ভাবনা সীমাহীন
বাতাসের কাছে মাঠের কাছে
জলের কাছে আমার অশেষ ঋণ
যেই ঋণে আমি ঋণী
আমার ঋণ দেবেন তিনি
তিনি সেই যার কাছে
এ সকল তুচ্ছ বড়ই তুচ্ছ
মনের মাঝের আমার ব্যথা
পানির চেয়েও স্বচ্ছ
স্বচ্ছ আমি স্বচ্ছ আমার
মনের সকল ব্যথা
আমার আমি স্বপ্ন মাঝে
বলি কতক কথা।

অনাহারী

অনাহারীর নেইকো আহার,
ধনী গড়ে ধনের পাহাড়।
সেই পাহাড়ে বসত করে সুখের মায়াজালে,
জীবন যে ফুরাবে,কোথায় রাখবে এ ধন মৃত্যুকালে।
সংসারের শতেক যাতনা,সবচেয়ে বড় যাতনা ক্ষুধা,
ক্ষুধার জ্বালায় কতেক মরিল,ছেড়ে গেল এ বসুধা।
খোদা বানালো এ দুনিয়া,
তবে কেমনে থাকে নিশ্চুপ,ক্ষুধার এ আর্তনাদ শুনিয়া।
এ আর্তনাদ প্রতিরোজ কষ্ট দেয় আমায়,
যখন ছোট্ট শিশু হাত পেতে খাবার ভিক্ষে চায়।
আমি পারি না নিশ্চুপ হয়ে বসতে
প্রভু তোমার মতন,
ভালোবাসায় গড়া পাহাড় আমার
নেইতো তাতে ধন-রতন।

মিথ্যা

তোমায় ভালোবেসে আমি
দিবা -রজনী কাঁদিছি পরাণজুড়ে
ভালোবাসা আজ ও চির নবীন
আমি বিমোহিত মলিন সুরে
দিন দুপুরে আমি যেরূপ
গান ধরি গাঙ পাড়ে
মাঝি ভাই নিয়ে যাও
মোরে ওপারে বৈঠা নেড়ে
শুধাও আমায় নদীর রূপ
আমার জানার বড় ইচ্ছে
স্বপ্নহীনা বাস্তব জীবন
লাগে যে বড়ই মিছে।।

মনচুরি

অনেক খুঁজেছি পাই নি তবু
মনটা যে গেছে হারিয়ে,
আকাশ পানে চেয়ে আছি তাই
তোমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে।
মন টা আমার করেছ চুরি
নিয়ে পালিয়েছো লুকিয়ে
চাই না তোমার ভালোবাসা।
দাও মোরে তা ফিরিয়ে
কেন তুমি তোমার মনের
পিঞ্জরাতে আটকে দিয়েছ মনটারে,
ফিরিয়ে দাও মোর ভালোবাসা
মুক্ত করো এই আমারে।
জেগে রই আমি রাত দিন
তোমার স্বপ্ন আসবে বলে,
নির্ঘুম কাটে রাত আমার
সূর্য উদয়ে চন্দ্র ঢলে।

সংকীর্তন

কৃষ্ণের নাম নেই গো আমি
কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর
কৃষ্ণনামে মাতোয়ারা
আমি প্রতিটি প্রহর
যেথায় কৃষ্ণনামের ধ্বনি উঠে
আমি মত্ত হয়ে শুনি
কৃষ্ণ মাঝে বিলীন হবার
প্রহর আমি গুণী
রাম নামে কৃষ্ণ নাম
কৃষ্ণনামে রাম
এই নামের মাঝেই নিহিত
সকল পূণ্যধাম
প্রভু আমার নিয়েছে কাঁধে
সম্পূর্ণ জগতের ভার
তাইতো ভজি কৃষ্ণনাম
লক্ষ কোটি বার।

সার্কাস

জগৎ টা যেন সার্কাস এক
আমি তাতে যেন ভাঁড়
তবু কিছু মানুষ আমায় দেখে
করে রাখে মুখ ভার।
বহু মানুষ আবার আমায় দেখে
লুটিয়ে পড়ে হাসে
তাদের হাসির ধ্বনি চারিদিক
মধুর হয়ে ভাসে।
জগৎ মাঝে সবই খেলা
খেলার মাঝে আমি,
সবার মাঝে আমার খেলা
আমার চেয়েও দামী।
খেলতে খেলতে যাই যদি মরে
তাতেও সবাই খুশি,
আমি যেন নিজেরই মরণে
নিজেই হলাম দোষী।
সার্কাসের এই মজার খেলায়
সবাই মাতোয়ারা,
জেতার পরও নিঃস্ব আমি
জীবনের খেলায় হারা।

সৌমাদ্রী পাল

সৌমাদ্রী পাল ২০০৪ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর কুমিল্লা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন।রমেন পাল এবং জয়ন্তী তারণ দম্পতির কনিষ্ঠ সন্তান তিনি। ২০২০ সালে কুমিল্লা জিলা স্কুল হতে মাধ্যমিকে উত্তীর্ণ হয়ে বর্তমানে তিনি কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারী কলেজে উচ্চমাধ্যমিক প্রথম বর্ষে অধ্যয়নরত।

মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান সৌমাদ্রী কুমিল্লা জিলা স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর তার মাঝের কবি প্রতিভা কে অবলোকন করতে পারেন এবং সৃষ্টিশীল রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। এটি তার রচিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ যা তারুন্য পাবলিকেশন্স থেকে ই-বুক আকারে প্রকাশিত হয়েছে।